সংবাদ

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস

বেতন বৈষম্য ও মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে শিক্ষক সমাজ

রাকিব উদ্দিন

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থা দিবসটি পালন করছে। তবে এবার একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দিবসটি পালন হচ্ছে। কারণ মাদ্রাসা ও কারিগরি ছাড়া দেশের প্রায় সব স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীই এখন নানা দাবি নিয়ে আন্দোলনে আছেন। অধিকার বঞ্চনার প্রতিবাদ ও মর্যাদা রক্ষার দাবিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার কর্মসূচি ও কর্মবিরতি পালন করছেন। প্রায় তিন মাস ধরে আন্দোলনে আছেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

শিক্ষক দিবস সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী ও শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সংবাদকে বলেন, 'গত কয়েক দশকের তুলনায় দেশের শিক্ষক সমাজ এখন ভালো আছে। তবে আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় আমরা অনেক পেছনে আছি। দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতাকে জয় করে সামনে এগুতে গেলে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে; বরাদ্দ বাস্তবায়নের সৎ ব্যবহার করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থের পাই টু পাই সৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রবীণ এই শিক্ষক নেতা শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেন, 'শিক্ষকদের ভূমিকা যেমন সরকারকে মেনে নিতে হবে, তেমনি শিক্ষকদেরও দায়বদ্ধতা বাড়াতে হবে। শিক্ষকদের পুরনো ধ্যান-ধারণা ভাঙতে হবে, পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়নেও তাদের সম্পৃক্ত হতে হবে।'

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসমাজকে আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত করা এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণই শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য।'

চলমান শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে ঢাবি'র এই ইমেরিটাস অধ্যাপক বলেন, 'শিক্ষকদের আন্দোলন যৌক্তিক। আশাকরি সরকার সবদিক বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিক সমাধান করবে।'

১৯৯৫ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে শিক্ষকগণ 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদযাপন করছে। ইউনেস্কোর অনুমোদনে প্রতিবছর পৃথক প্রতিপাদ্যে তা হয়ে আসছে। তবে সব দেশে এক দিনে বা একই সময়ে দিবসটি পালিত হয় না। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দিবসটি পালিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর

বেতন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণনের জন্মদিনে।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আজ ৫ অক্টোবর সকাল ১১টায় রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক র‍্যালির আয়োজন করেছে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

চলমান শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সংবাদকে বলেন, 'বর্তমানে সরকারি শিক্ষকদের যে আন্দোলন তা যাতে আর বিলম্বিত না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর একটি যুক্তিসঙ্গত সমাধান অনতিবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি অবশ্যই সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার চেয়ে বড় কোন বিনিয়োগ হতে পারে না। জাতীয় বাজেটে অবশ্যই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে।'

আন্দোলনে শিক্ষক সমাজ

সম্প্রতি সরকার অষ্টম পে-স্কেল বা বেতন কাঠামো অনুমোদন করেছে। এতে এমপিওভুক্ত অর্থাৎ বেসরকারি শিক্ষকরা সন্তোষ প্রকাশ করলেও টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় লাগাতার আন্দোলনে রয়েছেন সরকারি শিক্ষকরা। ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ব্যানারে লাগাতার কর্মবিরতি চলমান রয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'ও কয়েক দফা কর্মবিরতি পালন করেছেন টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল এবং মর্যাদা রক্ষার দাবিতে। এই সংগঠনটি ৭ অক্টোবর থেকে কর্মবিরতি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (শিক্ষা ভবন) অবস্থানসহ বৃহত্তর কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছেন।

এ বিষয়ে বিসিএস শিক্ষা সমিতির মহাসচিব আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে বলেন, '২৭০টি সরকারি কলেজ, ৩টি আলিয়া মাদ্রসা, ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ১৬টি কমার্শিয়াল কলেজসহ মোট ৩০৫টি প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি চলবে।'

এদিকে আগামীকাল থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তারা হুমকি দিয়েছেন, 'বেতন বৈষম্য না কমালে আসন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কোন দায়িত্বই পালন করবেন না।'

২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরাম

সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলের দাবিতে ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের সভাপতি এনামুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মনিরুল আলম মাসুম-এর নেতৃত্বে ৩১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল বিকেলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

ওই সভায় অষ্টম বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল রহিত করায় ২৪ ব্যাচের ১ দিনের জন্য (গত ১ জুলাই) সিলেকশন গ্রেড বঞ্চিত হওয়াসহ, আন্তঃক্যাডার বেতন বৈষম্য ও পদায়ন-এর ফলে সৃষ্ট মর্যাদার সংকট এবং শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষত ২৪ ব্যাচের সিলেকশন গ্রেড প্রদানের লক্ষ্যে ১ জুলাই প্রমার্জনপূর্বক সিলেকশন গ্রেড প্রদান করে অফিস আদেশ জারির বিষয়ে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। পাশাপাশি অষ্টম বেতন স্কেল বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান সমস্যাকে যে আরও ঘণীভূত করেছে তা যৌক্তিক পন্থায় নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ২৪তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের নুরুল হক, একেএম মাসুদ, জাকির হোসেন, শফিক, লিখন, আহসান হাবিব প্রমুখ।

গত ৭ সেপ্টেম্বর অষ্টম বেতন কাঠামোর প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এর পর থেকেই ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বেতন ও পদমর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং পৃথক বেতন কাঠামোর দাবিতে আন্দোলনে নামেন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৬ সেপ্টেম্বর 'বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করে সরকার, যার প্রধান করা হয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফেডারেশন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন রয়েছেন। গতকাল তাদের নতুন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। গতকাল ৪ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন। এ কর্মসূচি ৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন পালন করবে শিক্ষকরা। এছাড়া ১০ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সহকারী শিক্ষকরা সারাদেশে পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করবেন বলে জানিয়েছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।